শহর ও জেলার খবর

বিরল প্রজাতির পাখি উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি— শহরে এক বিরল প্রজাতির পাখির হদিশ পান তপসিয়ার এক স্থানীয় যুবক। পাখিটিকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়ায়। পরে স্থানীয় থানার মধ্যস্থতায় পাখিটিকে বন দফতরের হাতে তুলে দেওয়া হয়।

পুলিশ সূত্রে খবর, শুক্রবার তপসিয়ার ২৮ নম্বর মহেন্দ্র রায় লেনের বাসিন্দা বছর ২৪-এর শেখ সাহজালা তার বাড়ির সামনে একটি বিরল প্রজাতির পাখি পড়ে থাকতে দেখে। অদ্ভুত প্রকৃতির পাখিটিকে দেখতে ভিড় জমায় এলাকাবাসীরা। এরপরে কোনওভাবে পাখিটিকে উদ্ধার করে নিয়ে যায় স্থানীয় তোপসিয়া থানায়। সেখান থেকে খবর দেওয়া হয় রাজ্য সরকার অধিনস্থ বনদফতরের ওয়াইল্ড লাইফ উইংসে। অল্প সময়ের মধ্যেই থানায় এসে পৌঁছান ওয়াইল্ড লাইফ উইংসের আধিকারিকরা। উদ্ধারকৃত পাখিটি 'ওয়াটার হেন' বলে জানান তারা। পরে থানার তরফ থেকে বনদফতরের প্রতিনিধিদের হাতে পাখিটিকে তুলে দেওয়া হয়। তবে বিরল প্রজাতির ওই পাখিটি ওই এলাকায় কীভাবে আসল তা জানার চেষ্টা চালাচ্ছে পুলিশ।

ভিন রাজ্যে কাজে যাওয়ার পথে নিখোঁজ যুবক, ধৃত ১

নিজস্ব সংবাদদাতা, ঝাড়গ্রাম, ২০ জুলাই— প্রতিবেশীর সাথে ভিন রাজ্যে কাজে যাওয়ার সময় রহস্যজনকভাবে নিখোঁজ হয়ে গেলেন এক ব্যক্তি। এই ঘটনায় অভিযুক্ত প্রতিবেশী বাবলা ওরফে গোপাল প্রধানকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। প্রকাশ, গত ১৩ জুলাই ঝাড়গ্রাম শহরের ১২ নম্বর ওয়ার্ডের লক্ষ্মীপল্লী এলাকার বাসিন্দা সঞ্জয় সেতুয়া (৩৭)। বেঙ্গালুরুতে কাজ করার জন্য প্রতিবেশী বাবলা প্রধানের সাথে বেরিয়ে যান। পরে বাবলা ফোন মারফত জানান যে বিশাখাপত্তনমে সঞ্জয়ের শরীর খারাপ হয়েছে। তাঁরা বাড়ি ফিরে আসছেন। পরে ১৪ জুলাই ওড়িশার বহরমপুর থেকে ফের ফোন করে বলেন যে সঞ্জয় বহরমপুর স্টেশনে নেমে গিয়ে আর ট্রেনে ওঠেনি। ১৫ জুলাই সকালে সঞ্জয়ের বাড়িতে গিয়ে তাঁর আধার কার্ড, ভোটার কার্ড, জামা প্যান্ট সহ অন্যান্য জিনিসপত্র ফেরৎ দিয়ে আসেন। এরপরেই সঞ্জয়ের স্ত্রী সবিতা সেতুয়া ঝাড়গ্রাম থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগ পাওয়ার পরেই পুলিশ বাবলা ওরফে গোপাল প্রধানকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য থানায় নিয়ে যায়। জিজ্ঞাসাবাদে কথায় অসঙ্গতি পাওয়ায় ১৬ জুলাই তাকে গ্রেফতার করে পুলিশ। তদন্ত চলছে।

ভাবাদিঘির মন পেতে শুরু শিবির

নিজস্ব সংবাদদাতা, আরামবাগ, ২০ জুলাই— শুক্রবার ভাবাদিঘি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ব্লক ও মহকুমা প্রশাসনের পক্ষ থেকে একটি শিবির খোলা হল। এখানে সাধারণ মানুষকে বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পের সুবিধা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল করা, অসুবিধা দূর করতে সহায়তা করা, ভোটার লিস্টে নাম তোলা বা পরিচয়পত্র সংশোধন করে দেওয়া হয়। মহকুমাশাসক এই শিবির পরিদর্শন করেন এবং পরিষেবা নিতে আসা মানুষ জনের সঙ্গে কথা বলেন।

প্রসঙ্গত, রেলের জমিকে কেন্দ্র করে ভাবাদিঘিতে দীর্ঘদিন ধরে আন্দোলন চলছে। সেখানে 'ভাবাদিঘি বাঁচাও' কমিটির সঙ্গে বার বার বসেও প্রশাসন সমাধান সূত্র বের করতে পারছে না। এই পরিস্থিতিতে গ্রামের মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে সরকারি পরিষেবাগুলি বেশি করে পেতে সহযোগিতা করার মধ্যে খুব একটা সাড়া পাওয়া গেছে বলে এখনও পর্যন্ত মনে হচ্ছে না। দেখা গেছে, এলাকার আন্দোলনকারীরা অর্থাৎ এই গ্রামের পূর্বপাড়ার বাসিন্দারা শিবিরে আসেননি। এসেছেন এমন বাসিন্দারা যারা ভাবাদিঘি আন্দোলনের বিপক্ষে।

কুলতলিতে অ্যাসিড হামলায় গৃহবধূর মৃত্যু

নিজস্ব সংবাদদাতা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, ২০ জুলাই— বুধবার গভীর রাতে কুলতলির জালাবেড়িয়া অঞ্চলের ৩৬নং মণ্ডলের ঘেরি ঘুমন্ত জয়ন্তী মণ্ডলকে (৪০) শ্বশুরবাড়িতেই কে বা কারা অ্যাসিড ছুঁড়ে মারে। গুরুতর জখম জয়ন্তীদেবীকে গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে গেলেও তিনি মারা যান। তাঁর পাশে ঘুমন্ত ছেলেদের গায়েও অ্যাসিড লাগে। প্রাথমিক চিকিৎসার পর তাকে ছেড়ে দেওয়া হয়। দু'দিন হয়ে গেল শ্বশুরবাড়ি বা বাপের বাড়ির কেউই অভিযোগ কুলতলি থানায় জানায়নি। ঘটনার দিন স্বামী বাড়িতে ছিল না। পুলিশ স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে তদন্ত শুরু করেছে। মৃত্যুকে ঘিরে রহস্য দানা বেঁধেছে। কুলতলির তৃণমূল নেতা গোপাল মাঝি শুক্রবার বিকেলে জানান, মৃতার স্বামী জয়দেব মণ্ডল কলকাতায় কাজ করেন। দুটো বউ। কলকাতায় এক বউ থাকেন। মৃতা প্রথমপক্ষের। তিনটে সন্তান আছে। মৃতার বাপের বাড়ি নদিয়ায়।

জখম বিজেপি কর্মীদের চেক

নিজস্ব সংবাদদাতা, পশ্চিম মেদিনীপুর, ২০ জুলাই— গত ১৬ জুলাই কৃষক কল্যাণ সমাবেশে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সভা চলাকালীন প্যান্ডেল ভেঙে পড়ে। গুরুতর আহতরা মেদিনীপুর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল এবং মেদিনীপুর শহরের একটি বেসরকারি হাসপাতালে এখনও ভর্তি।

বৃহস্পতিবার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আহত বিজেপি কর্মীদের দেখতে মেডিকেল ও বেসরকারি হাসপাতালে যান। তিনি বেশি আহতদের ১ লক্ষ করে টাকা ও অল্প আহতদের ৫০ হাজার করে টাকা মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিল থেকে সাহায্য করার আশ্বাস দেন। প্রতিশ্রুতিমতো শুক্রবার পুলিশ সুপার অলোক রাজোরিয়া ও জেলাশাসক পি মোহন গান্ধি আহতদের হাতে চেক তুলে দেন।

ডাকাত গ্রেফতার

নিজস্ব সংবাদদাতা, বারাকপুর, ২০ জুলাই— নৈশ প্রহরীর হাতে ধরা পড়ে গেল এক ডাকাত। হইহইয়ের আওয়াজ শুনে ছুটে যায় এলাকাবাসীরা। ঘটনাটি ঘটেছে জগদ্দল থানার অন্তর্গত শ্যামনগর নতুনগ্রামে। পুলিশ সূত্রে খবর, বৃহস্পতিবার ভোর রাতে এলাকায় পাহারা দিচ্ছিলেন নৈশ প্রহরী মহেশ দাস। অভিযোগ, ওই সময় চারজনের একটি ডাকাত দল এলাকায় হানা দেয়। বন্দুক দেখিয়ে ওই নৈশ প্রহরীকে প্রাণে মেরে ফেলার হুমকি দিয়ে ভয় দেখিয়ে চুপ করে বসে থাকতে বলে। এরপর এক সোনার দোকানে লুটপাট চালায় দুষ্কৃতীরা। লুটপাটের পর ডাকাতদল এলাকা ছেড়ে চম্পট দেওয়ার সময় চিৎকার করে লোক জড়ো করেন ওই নৈশ প্রহরী। তখন তিন দুষ্কৃতী পালাতে সক্ষম হলেও একজনকে পিছন থেকে ধরে ফেলেন মহেশবাবু। তাকে গণপিটুনি দিতে শুরু করেন বাসিন্দারা। খবর পেয়ে জগদ্দল থানার পুলিশ গিয়ে স্থানীয়দের হাত থেকে ওই দুষ্কৃতীকে উদ্ধার করে রক্তাক্ত অবস্থায় ভাটপাড়া স্টেট জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করে। ওই সোনার দোকান থেকে প্রায় লক্ষাধিক টাকার সোনা ও রুপোর গয়না লুট করে তারা। তদন্ত শুরু হয়েছে।

কংগ্রেস পরিষদীয় দলের বৈঠকে অনুপস্থিত চার বিধায়ক তৃণমূলে যোগ দেওয়ার জল্পনা

নিজস্ব প্রতিনিধি— কংগ্রেস বিধায়কদের আটকাতে মরিয়া কংগ্রেস পরিষদীয় দল। একের পর এক বিধায়ক যেভাবে দলত্যাগ করছেন,তাতে রীতিমতো কপালে ভাঁজ পড়েছে রাজ্য কংগ্রেস নেতৃত্বের। আজ শনিবার শহিদ স্মরণে ২১ জুলাই মঞ্চে একধিক বিধায়কের তৃণমূলে যোগ দেওয়ার কথা রয়েছে। আর এই পরিস্থিতিতে কি করণীয় সেব্যাপারে বুঝে উঠতে পারছেন না বিরোধী দলনেতা আব্দুল মান্নান। শুক্রবার বিধানসভায় কংগ্রেস পরিষদীয় দলের বৈঠক ডেকেছিলেন তিনি। কিন্তু এই বৈঠকে উল্লেখযোগ্যভাবে অনুপস্থিত ছিলেন চার বিধায়ক সমর মুখোপাধ্যায়, আখরুজ্জামান , আবু তাহের এবং আশিস মার্জিত। এই চার বিধায়কের বৈঠকে অনুপস্থিতি নিয়ে জোর জল্পনা শুরু হয়েছে কংগ্রেস দলের অন্দর মহলে। রাজনৈতিক মহলের ধারণা, পরিষদীয় দলের বৈঠকে অনুপস্থিত বিধায়কদের তৃণমূলে যোগ দেওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তবে আশিসবাবুর তৃণমূলে যোগ দেওয়া নিয়ে এখনও ধোঁয়াশা রয়েছে। প্রসঙ্গত বিগত বিধানসভা নির্বাচনে কংগ্রেসের সদস্য সংখ্যা ছিল ৪৪। কিন্তু সেটা ক্রমশ কমতে শুরু করেছে। কংগ্রেস বিধায়কদের মতো প্রাক্তন সিপিএম সাংসদ মৈনুল হাসানেরও এদিন তৃণমূলে যোগ দেওয়ার সম্ভাবনা প্রবল বলে জানা গিয়েছে। তবে সাবিনা ইয়াসমিন তৃণমূলে যোগ দেবেন না বলে এদিন পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছেন।

শুক্রবার বিধানসভায় কংগ্রেস পরিষদীয় দলের বৈঠকে শাসকদলের বিরুদ্ধে এককাট্টা হয়ে লড়াই করার আহ্বান জানিয়েছেন কংগ্রেস পরিষদীয় দলনেতা। প্রধান দুই বিরোধী দলের নেতারা এদিন এই নিয়ে বিধানসভায় নিজেদের মধ্যে আলোচনাও করেছেন।

তৃণমূলসূত্রে খবর, তারা কাউকে জোর করে তৃণমূলে শামিল করছে না। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উন্নয়নমূলক কাজ দেখেই বিরোধী দলের বিধায়করা স্বেচ্ছায় তৃণমূলে যোগ দিতে চাইছেন। অন্যদিকে পরিষদীয় দলের বৈঠকে এদিন মান্নান দলীয় সদস্যদের উদ্দেশে বলেছেন,সকলকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে হবে। প্রতিটি ইস্যু নিয়ে মন্ত্রীদের জবাবদিহি চাওয়া হবে।

মান্নানের আক্ষেপ যারা দল ছেড়ে অন্য দলে চলে যাচ্ছেন,তাঁরা কেউ কোনও কিছু বলে যাচ্ছেন না। তিনি দলত্যাগীদের উদ্দেশে বলেছেন,যারা দলত্যাগ করবেন তাঁরা যেন দলকে জানিয়ে যান। কংগ্রেস পরিষদীয় দলের প্রবীণ বিধায়করা বলেছেন,দলত্যাগীরা পদত্যাগ করুন এবং জনগণের রায় নিয়ে পুনরায় নির্বাচিত হয়ে আসুন। সেক্ষেত্রে তাঁদের কোনও আপত্তি থাকবে না। মান্নান জানিয়েছেন, শাসকদলের বিরুদ্ধে কোন কোন ইস্যুতে লড়াই করব,সেটা নিয়েই মূলত আলোচনা হয়েছে। এদিন বিধানসভার চলতি অধিবেশনে একাধিক আলোচনা চেয়ে ১৮৫ মোশান জমা দেবে বলে মনোস্থির করেছে প্রধান দুই বিরোধী দল। পঞ্চায়েত নির্বাচনে হিংসা, কলেজে ভর্তি নিয়ে গোলমাল , লোকায়ত সংশোধনী বিল ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা চাইবে বিরোধী দুটি দল বলেও জানা গিয়েছে।

২১ জুলাইয়ের সভায় যোগ দিতে আসা তৃণমূল সমর্থকদের জন্য ক্ষুদিরাম অনুশীলন কেন্দ্রে চলছে রান্নার কাজ। — দিলীপ দত্ত

বিজেপির জেলা সভাপতি পদে রদবদল

নিজস্ব প্রতিনিধি— লক্ষ্য লোকসভা নির্বাচন। বাংলা দখলে যে একপ্রকার মরিয়া কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব, তা মোটের ওপর স্পষ্ট।

তবে শুধু 'মোদি ম্যাজিক' দিয়ে বাংলা দখল সম্ভব নয়, এতদিন পর্যন্ত রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মতামত ছিল এমনটাই। তবে এবার প্রচারের পাশাপাশি সংগঠন সাজাতেও সমান মনযোগী তৃণমূল। এই লক্ষ্যেই জেলায় জেলায় সংগঠন মজবুত করতে চাইছে রাজ্য নেতৃত্ব।

শুক্রবার বিজেপির আটটি জেলার জেলা সভাপতি বদল করা হয়।

ওই জেলাগুলিতে নতুন ভারপ্রাপ্ত জেলা সভাপতিরা হলেন, কোচবিহারে মালতি রাভা, শিলিগুড়িতে অভিজিৎ রায় চৌধুরি, উত্তর. দিনাজপুরে শংকর চক্রবর্তী, মালদাতে সঞ্জিত মিশ্র, শ্রীরামপুরে সুমন ঘোষ, আরামবাগে বিমান ঘোষ, বসিরহাটে গণেশ ঘোষ ও কাঁথিতে তপন মাইতি।

প্রসঙ্গত,জেলা সভাপতি পদে রদবদলের জন্য বৃহস্পতিবার বিকেলেই বৈঠক করেন রাজ্য বিজেপির শীর্ষ নেতারা। এর আগে শিলিগুড়ির দায়িত্বে ছিলেন প্রবীণ আগরওয়াল। তিনি দীর্ঘদিন ধরে এই পদ থেকে অব্যাহতি চাইছিলেন, জানা গেছে এমনটাই। নতুন নির্বাচিত জেলা সভাপতি অভিজিৎ রায়চৌধুরি বলেন, নতুন দায়িত্ব পেয়েছি। দল যেভাবে নির্দেশ দেবে, তেমনভাবেই জেলায় নেতৃত্ব দেব।

বিজেপি'র সাংগঠনিক জেলা সভাপতি বদল হুগলিতে

নিজস্ব সংবাদদাতা, হুগলি, ২০ জুলাই— সারা রাজ্যে বিজেপি'র ৮টি সাংগঠনিক জেলা সভাপতি বদল হল। এর মধ্যে সাতটিতে সভাপতি বদল করা হলেও একটি নতুন সাংগঠনিক জেলা করে নতুন সভাপতি করা হল বলে দলীয় সূত্রে জানা গেছে। শুক্রবার এক প্রেস বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে একথা জানানো হয়। যে সমস্ত সাংগঠনিক জেলার সভাপতি পরিবর্তন করা হয়েছে, সেগুলি হল--- শিলিগুড়ি, কোচবিহার, উত্তর দিনাজপুর, মালদা, শ্রীরামপুর, আরামবাগ, বসিরহাট ও কাঁথি। শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলার নতুন সভাপতি হয়েছেন অভিজিৎ রায়চৌধুরি। পাশাপাশি, উত্তর দিনাজপুরে শঙ্কর চক্রবর্তী, কোচবিহারে মালতি রাভা, মালদায় সঞ্জিত মিশ্র, শ্রীরামপুরে সুমন ঘোষ, বসিরহাটে গণেশ ঘোষ ও আরামবাগে বিমান ঘোষ। কাঁথিতে নতুন সাংগঠনিক জেলা সভাপতির দায়িত্ব পেয়েছেন তপন মাইতি।

দলীয় সূত্রের খবর, হুগলি জেলায় দলীয় সংগঠনকে আরও মজবুত করার লক্ষ্যে তিনটি লোকসভা কেন্দ্র ধরে তিনটি সাংগঠনিক জেলায় ভাগ করা হয়েছে। আগে হুগলি ও শ্রীরামপুর দু'টি সাংগঠনিক জেলা ছিল। বর্তমানে শ্রীরামপুরকে ভেঙে শ্রীরামপুর ও আরামবাগ করা হয়েছে।

জানা গেছে, আরও বেশ কয়েকটি সাংগঠনিক জেলায় সভাপতি বদল করার কথা থাকলেও এখনও কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি। বৃহস্পতিবার কলকাতায় এক বৈঠকে কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের উপস্থিতিতে এই সিদ্ধান্ত হয়েছে। এমনকি এই বৈঠকে একাধিক জেলার বিভিন্ন সমস্যাও তুলে ধরেন কেন্দ্রীয় নেতা কৈলাস বিজয়বর্গীয়। অন্যদিকে এই বৈঠকে হুগলি সাংগঠনিক জেলায় কর্মীদের মধ্যে ক্ষোভ-বিক্ষোভের প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা হলেও ইতিবাচক কোনও সিদ্ধান্ত এখনও নেওয়া হয়নি বলেই জানা গেছে।

ভুয়ো ওয়েব সাইট খুলে প্রতারণার অভিযোগে ধৃত ২

নিজস্ব সংবাদদাতা, বিধাননগর, ২০ জুলাই— সরকার নিয়োগে বিজ্ঞপ্তি জারি করেছিল। সেই বিজ্ঞপ্তিকে কাজে লাগিয়ে পাতা হয়েছিল ফাঁদ। আর সেই ফাঁদে পা দিয়ে প্রতারিত হয়েছেন চাকরিপ্রার্থীরা। সেই প্রতারনা চক্রের মাস্টারমাইন্ড সহ সহযোগীকে গ্রেফতার করল বিধাননগর সাইবার ক্রাইম থান। বিধাননগর কমিশনারেট সূত্রে খবর, গত বছর অক্টোবর ও নভেম্বরে যথাক্রমে এসএসসি সম্পাদক এবং গ্রুপ ডি রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের সম্পাদক সাইবার ক্রাইম থানায় অভিযোগ করেন যে কিছু প্রার্থী ভুয়ো নিয়োগপত্র নিয়ে অফিস আসছে। চাকরিপ্রার্থীরা কোথা থেকে নিয়োগপত্র পেয়েছেন জিজ্ঞাসা করলে তারা বলেন, ওয়েবসাইট থেকে। এর জন্য তারা হাজার হাজার টাকাও দিয়েছেন। সাইবার ক্রাইম থানার আধিকারিকেরা অভিযোগ পেয়ে দুটি আলাদা মামলা রুজু করে ঘটনার তদন্তে নামেন। তদন্ত চলাকালীন স্পষ্ট হয় যে প্রতারণা একটি চক্রের কাজ। এরপর মাঝে মাঝেই কয়েকজনকে গ্রেফতার করে পুলিশ। তাদের থেকে এই চক্রের মাস্টারমাইন্ড সহ একাধিক ব্যক্তির নাম জানতে পারেন তদন্তকারীরা। সেইমত বৃহস্পতিবার রাতে কলকাতার ঠাকুরপুকুরে অভিযান চালিয়ে মহম্মদ রেজাউল মির্জা ও শেখ রামিজকে গ্রেফতার করা হয়।

প্রসঙ্গত, এই চক্র গোটারাজ্যে বেকার যুবক-যুবতীদের প্রতারিত করত। এরা ভুয়ো ওয়েবসাইট খুলে চাকরি প্রার্থীদের টাকার বিনিময়ে ইন্টারভিউ পত্র দিত। এভাবে তারা প্রায় এককোটি টাকার ও বেশি প্রতারণা করেছে। ওইদিন তাদের গ্রেফতার করার পাশাপাশি নগদ ৩২ হাজার দুশো টাকা উদ্ধার করা হয়। তার সাথেই বিভিন্ন ব্যাঙ্কে থাকা দশলক্ষ টাকার ব্যবহারের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি সহ দু'টি ল্যাপটপ, দু'টি মোবাইল জঙ্গল, এটিএম কার্ড ও তিনটি ব্যাঙ্কের পাসবুক বাজেয়াপ্ত করা হয়।

পথকুকুর নির্বীজকরণে দুর্নীতির অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি— অসুস্থ হয়ে পড়ছেন পথকুকুররা! অনেকে আবার নিখোঁজ হয়ে যাচ্ছেন! পথকুকুর নির্বীজকরণে কলকাতা পুরসভার ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুললেন ৯৯ নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর দেবাশিস মুখার্জি।

চলতি বছরের মার্চ মাস থেকে শহরের পথকুকুরদের নির্বীজকরণের জন্য উদ্যোগ নিয়েছিল কলকাতা পুরসভা। ভারপ্রাপ্ত মেয়র পারিষদ অতীন ঘোষ জানিয়েছিলেন, এই প্রকল্পের জন্য সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে রাজ্য সরকার।

সূত্রের খবর, জুলাই মাস পর্যন্ত এই প্রকল্পের আওতায় শহরে ২৬০০ পথকুকুরের নির্বীজকরণ করা হয়েছে।

কিন্তু এই প্রকল্প কতটা স্বচ্ছভাবে করা হচ্ছে তার ওপরেই প্রশ্ন তোলেন দেবাশিস মুখার্জি। তাঁর অভিযোগ, এই প্রকল্পের আওতায় ৯৯ নং ওয়ার্ড থেকে ২৩ জুন ৬ টি কুকুর তুলে নিয়ে যায় পুরকর্মীরা। যদিও খাতায়-কলমে এই সংখ্যা ২৫ দেখানো হয়েছে বলেও অভিযোগ করেন তিনি। পাশাপাশি যে ৬টি কুকুর তুলে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল তার মধ্যে একটি কুকুর মারা যায়। শুধু তাই নয়, আরও চারটি কুকুর গুরুতর অসুস্থ এবং একটি কুকুর নিখোঁজ এমনটাও জানান তিনি। দেবাশিসবাবুর কথায়, একটি কুকুর যে মারা গেছে,সেই বিষয়ে পুরসভার তরফে কিছু জানানো হয়নি। এলাকার কিছু সারমেয়প্রেমী এই নিয়ে জানতে গেলে তখন জানানো হয় ওই কুকুরটি মারা গেছে।

সূত্রের খবর, নির্বীজকরণের জন্য পথকুকুরপিছু ১৬০০ টাকা রাজ্য সরকার তুলে দেয় পুরসভার হাতে। কিন্তু যে পরিমাণ কুকুরের নির্বীজকরণ করা হচ্ছে, তার সঙ্গে পুরসভার প্রদত্ত তালিকার মিল নেই বলেও অভিযোগ করেন সংশ্লিষ্ট কাউন্সিলর। এমনকি এই অভিযোগে শুক্রবার তিনি অতীন ঘোষকে শ্বেতপত্রও দেন।

শুধু ৯৯ নয়, আরও বেশ কিছু ওয়ার্ডে নির্বীজকরণের জন্য নিয়ে যাওয়া কুকুরদের মৃত্যু হয়েছে , সূত্রের খবর এমনটাই। এছাড়াও নির্বীজকরণের জন্য নিয়ে যাওয়া কুকুরদের মধ্যে 'হোমপ্রোটজোয়া ' নামে এক ধরনের রোগ দেখা যাচ্ছে বলেও অভিযোগ।

যদিও এই নিয়ে অভিযোগ প্রসঙ্গে মুখ খুলতে নারাজ পুরআধিকারিকরা। দেবাশিসবাবুর অভিযোগ নিয়ে মন্তব্য করতে চাননি মেয়র পারিষদ (স্বাস্থ্য) অতীন ঘোষ। প্রসঙ্গত পশ্চিমবঙ্গ প্রাণীসম্পদ বিকাশ দফতরের এই প্রকল্পের আওতায় দুটি শিবিরে ন্যূনতম ২৫টি করে ৫০টি কুকুরের নির্বীজকরণ বাধ্যতামূলক। কিন্তু নির্বীজকরণ পক্রিয়ার ওপর প্রশ্ন ওঠায় আপাতত এই কর্মসূচি বন্ধ রাখা হয়েছে , সূত্রের খবর এমনটাই। যদিও এই খবরে সিলমোহর লাগায়নি পুরসভার সংশ্লিষ্ট দফতরের আধিকারিকরা।

রাজ্যে প্রথম কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ে মোবাইল অ্যাপসে ভর্তি প্রক্রিয়া

নিজস্ব সংবাদদাতা, কল্যাণী, ২০ জুলাই— রাজ্যে প্রথম মোবাইল অ্যাপসের মাধ্যমে মাস্টার ডিগ্রিতে ভর্তি প্রক্রিয়া শুরু করতে চলেছে কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়। আগামী ২৩ এবং ২৪ জুলাই এমএ, এমএসসি এবং এমকম-এর ৪০ শতাংশ ক্যাটাগরিতে ভর্তি আছে। সাধারণত দেখা যায় কাউন্সেলিংয়ের পর ছাত্রছাত্রীরা দীর্ঘ সময় টাকা জমা দেবার জন্য অর্থ দফতরের সামনে লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। এতে যেমন সময় নষ্ট হয়, তেমনই মানসিক দিক থেকেও অধৈর্য হয়ে পড়ে ছাত্রছাত্রীরা। সেই প্রক্রিয়ার অবসান হতে চলেছে আগামী সোমবারই। কাউন্সেলিংয়ের পরপরই নির্দিষ্ট ছাত্রছাত্রী ঘরে বসেই মোবাইল অ্যাপসের মাধ্যমে অর্থ দফতর টাকা-পয়সা জমা দিতে পারবে। গুগল প্লে-স্টোরে গিয়ে 'কল্যাণী ইউনিভার্সিটি' ক্লিক করলেই পাওয়া যাবে 'কল্যাণী ইউনিভার্সিটি মোবাইল অ্যাপস্'। এছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইটে গিয়ে অনলাইনে 'ডেবিট কার্ড', 'ক্রেডিট কার্ড', 'নেট ব্যাঙ্কিং' এবং 'ইউপিআই'-এর মাধ্যমেও ভর্তি ফি জমা দেওয়া যাবে। অ্যাপস বা অনলাইনে টাকা জমা দেবার পরপরই নির্দিষ্ট ছাত্রছাত্রীর রেজিস্টার্ড ই-মেলে মানি রিসিপ্ট চলে আসবে।

উল্লেখ্য, অর্থ লেনদেনের জন্য কাউন্সেলিং শুরুর আগে বিশ্ববিদ্যালয়ের 'সিআইআরএম' দফতর থেকে ২৩ ও ২৪ জুলাই এই দু'দিনই আগত ছাত্রছাত্রীদের বিষয়টি ডেমোর মাধ্যমে বুঝিয়ে দেওয়া হবে। 'বিদ্যালয় সূত্রে জানা গেল, ২০১৭র ১৪ ডিসেম্বর পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সংশোধনাগার পরিষেবা বিষয়ক মন্ত্রী উজ্জ্বল বিশ্বাস 'কল্যাণী ইউনিভার্সিটি' অ্যাপসের উদ্বোধন করেছিলেন। 'আগামী দিনে ছাত্রছাত্রীদের হস্টেল ফিসহ যাবতীয় লেনদেন কল্যাণী ইউনিভার্সিটি অ্যাপসের মাধ্যমেই দেওয়া যাবে।' বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক (ড.) শঙ্করকুমার ঘোষ আরও জানালেন, 'অর্থগত দিক থেকে খুব দ্রুত আমরা কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়কে ক্যাশলেস ইউনিভার্সিটিতে রূপান্তর করতে চলেছি।'

পুলিশের আটক করা লরির চাকা ফেটে আহত ১

নিজস্ব সংবাদদাতা, পূর্ব মেদিনীপুর, ২০ জুলাই— পুলিশের আটক করা একটি লরি রাজ্য সড়কে দাঁড়িয়ে থাকার কারণে দুর্ঘটনার জেরে গুরুতর আহত হয়েছেন এক ব্যক্তি। আহতের নাম শেখ রাজেশ। তাঁর বাড়ি নন্দকুমার থানার শ্রীধরপুরে। রাজেশের তমলুক হাসপাতালে চিকিৎসা চলছে।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, শুক্রবার সকালে পাথরবোঝাই এটি মেশিন ভ্যান হলদিয়া-মেচেদা রাজ্য সড়ক ধরে মহিষাদলের অভিমুখে যাওয়ার সময় নন্দকুমার থানার অদূরে পুলিশ আটক করে দাঁড় করিয়ে রাখে। ফলে যানজট তৈরি হয়। সেই সময় একটি বাস তমলুকের অভিমুখে যাওয়ার সময় মেশিনভ্যান ধাক্কা মারে। মেশিনভ্যানে মজুত থাকা লোহার রড দাঁড়িয়ে থাকা একটি লরির চাকায় ধাক্কা লাগলে বিকট শব্দে ফেটে যায়। সেই সময় মেশিনভ্যানে থাকা শেখ রাজেশ আহত হন। স্থানীয়দের অভিযোগ, নন্দকুমার থানার পুলিশ যে সমস্ত গাড়ি আটক করে রাজ্য সড়কের উপর দাঁড় করিয়ে রাখে। ফলে প্রতিনিয়ত ছোটবড় দুর্ঘটনা লেগেই রয়েছে।

পঞ্চাশোর্ধ্বদের পদোন্নতিতে আর কোনও পরীক্ষা নয়

নিজস্ব প্রতিনিধি— পঞ্চাশ পেরনো গ্রুপ ডি সরকারি কর্মীদের পদোন্নতির জন্য আর কোনও পরীক্ষাতেই বসতে হবে না। শুক্রবার এই মর্মে নির্দেশিকা জারি হল নবান্নে। এই সংবাদে স্বভাবতই খুশি গ্রুপ ডি কর্মীরা।

পঞ্চাশোর্দ্ধ সরকারি কর্মীদের সুযোগ দিতে চাইছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার। একটা নির্দিষ্ট বয়সের পর বেতনবৃদ্ধি বা পদোন্নতির জন্য আর কোনও পরীক্ষা দিতে হবে না। এতদিন পর্যন্ত টাইপ টেস্ট, কম্পিউটার নলেজ টেস্ট দিলে তবেই গ্রুপ ডি কর্মীদের পদোন্নতি বা বেতনবৃদ্ধি হত। এবার সেই পরীক্ষা থেকে অব্যাহতি দেওয়া হল তাদের।

শোকপ্রস্তাব নিয়ে ক্ষুব্ধ বামেরা

নিজস্ব প্রতিনিধি— শুক্রবার বিধানসভায় শোকপ্রস্তাব নিয়ে শোরগোল তুলল বামেরা। এদিন বিধানসভার অধিবেশন শোকপ্রস্তাবের মধ্যে দিয়ে শুরু হয়ে সভা মুলতুবি হয়ে যায়। প্রয়াত অর্থনীতিবিদ অশোক মিত্র সহ একাধিক প্রয়াত ব্যক্তির নামে শোকপ্রস্তাব পাঠ করেন স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়। কিন্তু শোকপ্রস্তাব পাঠ শেষ হতেই বাম বিধায়করা পঞ্চায়েত নির্বাচনে মৃতদের নামেও শোক প্রস্তাবের দাবি করেন। বাম পরিষদীয় দলসূত্রে খবর, স্পিকার তাতে রজি না হওয়ায় বামেরা তুমুল হৈ-চৈ শুরু করে দেন। পরিষদীয় দলনেতা সুজন চক্রবর্তী স্পিকারের হাতে পঞ্চায়েত নির্বাচনে মৃত ৪৬ জনের তালিকা তুলে দিয়ে দাবি করেন, এদের নামে শোকপ্রস্তাব পাঠ করতে হবে। সুজনবাবুর অভিযোগ, স্পিকার তাঁর অনুরোধ রাখেননি। তিনি জানান, মৃত বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নামে শোকপ্রস্তাব পাঠ করা হয়েছে। সেক্ষেত্রে পঞ্চায়েত নির্বাচনে হিংসায় মৃতদের নামেও শোকপ্রস্তাব নেওয়া উচিত ছিল। কিন্তু সেটা করা হল না। তিনি আরও জানান, তাঁর দেওয়া তালিকায় হিংসায় বলি হওয়া বামেদের মতো কংগ্রেস এবং তৃণমূল সমর্থকদের নামও রয়েছে। সেক্ষেত্রে এদের নিয়ে শোকপ্রস্তাব নেওয়ার ব্যাপারে কোনও আপত্তি থাকার কথা নয় শাককদলের। কিন্তু কী কারণে পঞ্চায়েতে হিংসায় মৃতদের নিয়ে শোকপ্রস্তাব নেওয়া হল না সেটা বোধগম্য হচ্ছে না তাঁর। এর পিছনে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য রয়েছে বলে মনে করছেন সুজনবাবু।

আইএনসি-২৬
সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট
রিজিওনাল ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিওন
কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক, কলকাতা সমীপে
২০১৩ সালের কোম্পানি আইন; উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা সম্পর্কিত
এবং
২০১৪ সালের কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলসের রুল ৩০(৬)(এ) অধীন বিষয় সম্পর্কিত
-এবং-
অনুরাগ ট্রেডলিঙ্ক প্রাইভেট লিমিটেড, রেজিস্টার্ড অফিস, ডেস্টিনি টাওয়ার, ফ্ল্যাট নং ২এফ, ৩য় তল, তেঘরিয়া, ২৩, চিনার পার্ক, রাজারহাট, গোপালপুর, উত্তর পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০১৩৬ সম্পর্কিত
.... **দরখাস্তকারী**

এতদ্বারা সাধারণের উদ্দেশ্যে বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে ৪ **অক্টোবর ২০১৭ তারিখে** অনুষ্ঠিত কোম্পানির বিশেষ সাধারণ সভায় গৃহীত বিশেষ প্রস্তাব অনুযায়ী কোম্পানির মেমোর্যান্ডাম অব অ্যাসোসিয়েশনের পরিবর্তনক্রমে **পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য** থেকে **জাতীয় রাজধানি দিল্লিতে** কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস স্থানান্তর নিমিত্ত দরখাস্তকারী কোম্পানি কর্তৃক ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ১৩ ধারা অধীনে সংশ্লিষ্ট বিষয় নির্ধারণ নিমিত্ত কেন্দ্রীয় সরকার, রিজিওনাল ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিওন, কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক, কলকাতার নিকট দরখাস্ত দাখিলের প্রক্রিয়াবদ্ধ।
সংশ্লিষ্ট কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস প্রস্তাবিত স্থানান্তরের কারণে কোনও ব্যক্তির স্বার্থ ক্ষুন্ন হওয়ার আশঙ্কা থাকলে হলফনামা দ্বারা সমর্থিত মতে স্বার্থের ধরন এবং আপত্তির কারণ এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১৪ দিনের মধ্যে রিজিওনাল ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিওন, কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক, ২৩৪/৪, এ.জে.সি. বোস রোড, নিজাম প্যালেস, II এমএসও বিল্ডিং, ৪র্থ তল, কলকাতা - ৭০০০২০- এর নিকট **MCA-21 portal (www.mca.gov.in) বিনিয়োগকারীর অভিযোগের ফর্ম পূরণ সাপেক্ষে** বা স্বয়ং দাখিল বা রেজিস্টার্ড ডাকে পাঠাতে পারেন এবং একটি কপি দরখাস্তকারী কোম্পানির উল্লিখিত ঠিকানায় রেজিস্টার্ড অফিসে পাঠাতে হবে।
অনুরাগ ট্রেডলিঙ্ক প্রাইভেট লিমিটেড'এর পক্ষে
স্বা/-
(শিবম গুপ্তা)
ডিরেক্টর
DIN: 07997911
তারিখ : ০৪/১০/২০১৭
স্থান : কলকাতা

ডায়নামিক আর্কিস্ট্রাকচার্স লিমিটেড
রেজি. অফিস : ৪০৯, সোয়াইকা সেন্টার, ৪এ, পোলোক স্ট্রিট, কলকাতা (প.ব.) ৭০০ ০০১, ফোন : ০৩৩-২২৩৪২৬৭৩
ওয়েবসাইট : www.dynamicarchistructures.com
ইমেল : info@dynamicarchistructures.com
CIN : L45201WB1996PLC077451
এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে ২০১৫ সালের সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস এর রেগুলেশন ৪৭(১) অধীনে অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে ৩০ জুন, ২০১৮ তারিখে সমাপ্ত কোম্পানির প্রথম তিনমাসের অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল বিবেচনা এবং অনুমোদনের জন্য সোমবার ৩০ জুলাই, ২০১৮ তারিখ দুপুর ২.০০টায় কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিসে ডিরেক্টর বোর্ডের এক সভা অনুষ্ঠিত হবে। রেগুলেশন ৪৭(২) অধীনে, উক্ত বিজ্ঞপ্তি কোম্পানির ওয়েবসাইট www.dynamicarchistructures.com এবং স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট www.bseindia.com-এ পাওয়া যাবে।
বোর্ডের আদেশক্রমে
ডায়নামিক আর্কিস্ট্রাকচার্স লিমিটেড'এর পক্ষে
স্বা/-
দানমাল পরওয়াল
চেয়ারম্যান কাম ম্যানেজিং ডিরেক্টর
স্থান : কলকাতা
তারিখ : ২০-০৭-২০১৮

নোটিস

সংশ্লিষ্ট সকলের উদ্দেশ্যে জানানো যাইতেছে যে , পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্টেট লেভেল এনভায়রনমেন্ট ইমপ্যাক্ট অ্যাসেসমেন্ট অথোরিটি তার লেটার নং ১৭১৪/ই.এন./টি-II-১/০৫১/২০১৭ তারিখ ১৬/০৭/২০১৮ দ্বারা প্রস্তাবিত বর্ধিত আবাসন নির্মাণ প্রকল্পের জন্য পরিবেশীয় ছাড়পত্র মঞ্জুর করেছেন। এলাকাটি মেসার্স ড্যাফোডিল হোমস প্রাইভেট লিমিটেড এন্ড আদার্স এর হোল্ডিং নং- ২৬৬, গড়াগাছা, রাজপুর সোনারপুর ওয়ার্ড নং-১, মৌজা- গড়াগাছা, থানা- সোনারপুর, জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগনা রাজপুর সোনারপুর মিউনিসিপালিটির অন্তর্গত পশ্চিমবঙ্গে অবস্থিত। উক্ত পরিবেশীয় ছাড়পত্র বা এনভায়রনমেন্টাল ক্লিয়ারেন্সের প্রতিলিপি কলকাতাস্থ পশ্চিমবঙ্গ দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের কলকাতা অফিস ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পরিবেশ দপ্তরের ওয়েব সাইট http://environmentwb.gov.in মারফৎ দেখা যাবে। মেসার্স ড্যাফোডিল হোমস প্রাইভেট লিমিটেড এন্ড আদার্স
৩৬/১ বি, এলগিন রোড (লালা রাজপত রায় সরণী)
থানা- ভবানীপুর,
কলকাতা- ৭০০০২০